1. নিচের রচনাংশ দু'টি পড়ো ও বহুবিকল্প প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো। 2x(1x5)=10

A. প্রহ্লাদ বললেন– তুমি বিশ্বজননী, তোমার কাছেই বলি। দেবতারাও স্বার্থপর, আমরাও স্বার্থপর। তাহলে আমাদের সঙ্গে দেবতাদের পার্থক্যটা কোথায়? আমরাও টাকাপয়সা চাই, ভোগ করার জন্য স্ত্রীলোক কামনা করি, দেবতারাও তাই চায়– সেখানে সুরাসুরে ভেদ কীসের? ওদের জন্ম কাশ্যপ মুনির ঔরসে, আমাদের জন্মও তাই, তাহলে কোথা থেকে এল এই জন্ম–জন্মান্তরের বৈরিতা? মাগো! তোমার নিশ্চয়ই যুদ্ধ দেখতে ভালো লাগে, নইলে তুমিও তো আমাদের মধ্যে একটা সমতা আনার চেষ্টা করতে পারো! প্রহ্লাদ এতক্ষণ ভণিতা করে এবার আসল অভিযোগ পেশ করলেন, পেশ করলেন দেবতাদের বঞ্চনার কথা। প্রহ্লাদ বললেন– তুমিই বিচার করে দেখো, মা! দেবতারা এবং অসুরেরা সমবেতভাবে সমুদ্রমন্থন করলো। কিন্তু সমুদ্র থেকে যা যা রত্ন উঠলো, যে অমৃত উঠলো– সব গিয়ে পড়লো দেবতাদের ভাগে। স্বয়ং বিষ্ণুই তখন দেবাসুরে ভেদ তৈরি করলেন। তিনি জগতের পালক বলে পরিচিত, অথচ লোভে পড়ে তিনি কী কাণ্ডটাই না করলেন! সমুদ্র থেকে ওঠা মাত্র তিনি স্বর্গসুন্দরী লক্ষ্মীকে হাতিয়ে নিলেন। সমুদ্র থেকে ঐরাবত হাতি উঠলো, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া উঠলো, পারিজাত ফুল উঠলো– সব মেরে দিল দেবরাজ ইন্দ্র এবং এর মধ্যে স্বয়ং বিষ্ণুর হাত ছিলো। প্রহ্লাদ এবার– তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ– এমন একটা ভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত করলেন– এইরকম সব জঘন্য অন্যায় করেও দেবতারা আজ সাধু হয়ে গেলেন। কিন্তু আপনাদের ধর্মের লক্ষণে কী বলে? এত অন্যায় করা সত্ত্বেও ভগবান বিষ্ণু সেই দেবতাদের রক্ষা করে যাচ্ছেন, আর আমাদের মেরে ঠাণ্ডা করছেন, এই কি আপনাদের ধর্মের লক্ষণ!

(উৎস: 'দেবতার মানবায়ন' / নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী)

i) মন্তব্য: প্রদত্ত রচনাংশে রচনাকার দেবতাদের নীতিগত ত্রুটিগুলো উল্লেখ করে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একটা তুলনা টানার চেষ্টা করেছেন।

কারণ(ক): বিষ্ণু জগতপালক হয়েও ধর্ম পালন করতে পারেননি, নানা অনাচারে নিজেকে লিপ্ত করেছেন।

কারণ(খ): অসুরদের বস্তুগত ভোগে আসক্তি থাকলেও, দেবতারা ছিলেন এব্যাপারে একেবারেই নিরাসক্ত।

মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কারণ দু'টি ঠিক না ভুল, তা নির্বাচন করে লেখো।

a) কারণ(ক) ও (খ) উভয়ই ঠিক। b) কারণ(ক) ও (খ) উভয়ই ভুল।

c) কারণ(ক) ঠিক, (খ) ভুল। d) কারণ(ক) ভুল, (খ) ঠিক।

ii) বিশ্বজননীর কাছে প্রহ্লাদ কোন বিষয়ে নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন?

a) তাদের প্রতি দেবতাদের সৌজন্য প্রদর্শনের কথাকেই বক্তব্যের আকারে রেখেছিলেন।

b) প্রহ্লাদ বিশ্বজননীকে বলেছেন যে দেবতারা সবসময় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন, তাঁরা কখনো অন্যায়কে সমর্থন করেননি।

c) দেবতা ও অসুরেরা সবসময় নিজেদের মধ্যে সমতা বজায় রেখেই চলেছে বলে প্রহ্লাদ বিশ্বজননীকে জানিয়েছেন।

d) প্রহ্লাদ বলেছেন যে অসুররা চিরকাল দেবতাদের দ্বারা নিগৃহীত ও বঞ্চিত হয়েই এসেছে।

iii) নিম্নোক্ত কোন মন্তব্যটি সঠিক নয়?

a) দেবতারা নিজেদের একক প্রচেষ্টা ও ক্ষমতায় সমুদ্রমন্থন করেছেন।

b) সমুদ্রমন্থনের ফলে উত্থিত সম্পদ সুরাসুর মিলেই ভোগ করেছেন।

c) প্রদত্ত দু'টি বিকল্পই গ্রহণযোগ্য।

d) প্রদত্ত প্রথম বিকল্পটি গ্রহণযোগ্য হলেও দ্বিতীয়টি নয়।

iv) দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে মিল আছে বলে প্রহ্লাদের মনে হয়েছে?

a) দেবতা ও অসুর উভয়েই সুবিধাভোগী এবং স্বার্থান্বেষী।

b) দেবতারাও স্বর্গে বাস করেন, অসুররাও স্বর্গে বাস করে।

c) দেবতা ও অসুর উভয়ের পিতাই হলেন মুনিবর বশিষ্ঠ।

d) দেবতা ও অসুর উভয়েই ভোগবাসনার বন্ধন মুক্ত।

v) ‘বৈরিতা’– শব্দটির সবচেয়ে উপযুক্ত বিপরীত শব্দ হলো–

a) স্বৈরিতা। b) মলিনতা।

c) কাপুরুষতা। d) মিত্রতা।

B. বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্যাকে সে মিশনারি মেম রাখিয়া বহুযত্নে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখাইয়াছিল। কন্যার বিবাহের বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হুঁশ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্যার বয়সও অধিক। তখন রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্মভূমি বারাসাতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন। অনতিকাল পরে কন্যা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, “ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।”

বছর তিনেক পরে আর একদিন মাতাপুত্রের কথা হইতেছিল।

“বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।”

“কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ?”

“পাছে বউ আসিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।”

মহেন্দ্র কহিল, “ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।”

মা হাসিয়া কহিলেন, “শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।”

মহেন্দ্র কহিল, “বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।”

রাজলক্ষ্মী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সদ্যসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শোনো ভাই মেজোবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?”

কাকী কহিলেন, “এ তোমার, বাছা, বাড়াবাড়ি। যখনকার যা তখন তাই শোভা পায়। এখন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকন্না করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।”

(উৎস: ‘চোখের বালি’ / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

i) মন্তব্য: রাজলক্ষ্মী তাঁর এক গ্রামসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

কারণ: বিনোদিনীর পিতা কন্যার প্রতি নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন না করেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

a) মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ঠিক। b) মন্তব্য ও কারণ উভয়ই ভুল।

c) মন্তব্য ঠিক হলেও কারণ ভুল। d) মন্তব্য ভুল হলেও কারণ ঠিক।

ii) মহেন্দ্র বিবাহতে অসম্মত হওয়ার অন্যতম কারণ হল–

a) বিনোদিনীকে বিবাহ করতে না পারা।

b) বিবাহ করলে লোকনিন্দার ভয় আছে।

c) বিবাহ করলে জন্মদাত্রী মায়ের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

d) বিবাহ করলে স্ত্রীবিয়োগ ঘটতে পারে, এই ভয়ে মহেন্দ্র ভীত ছিল।

iii) বিনোদিনী সম্পর্কে নিম্নোক্ত কোন মন্তব্যটি যথাযথ?

a) বিনোদিনী শিক্ষিত, রুচিশীল হলেও স্বামী পরিত্যক্তা রমনী।

b) বিনোদিনী ধনী পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা।

c) অনেক চেষ্টা করে বিনোদিনীর বিবাহ হলেও সে কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়।

d) রাজলক্ষ্মীর চক্রান্তেই বিনোদিনীর বিবাহ অনেক দিন পর্যন্ত আটকে ছিল।

iv) রাজলক্ষ্মীর মেজো জা মহেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করেন কেন?

a) মহেন্দ্রের অপরিণত আচরণ দেখে তিনি বিস্মিত হন।

b) মহেন্দ্রের তার মায়ের প্রতি রূঢ় ব্যবহার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হন।

c) মহেন্দ্রের নিজের বিবাহ নিয়ে অতি উৎসাহ দেখে তিনি লজ্জিত হন।
d) মহেন্দ্র লোকনিন্দার ভয়ে বিবাহ করতে চায় না দেখে তিনি মহেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করেন।

v) 'ভ্রাতুষ্পুত্র' শব্দটিতে কোন ধরণের সন্ধি হয়েছে?

a) স্বরসন্ধি।
b) ব্যঞ্জনসন্ধি।
c) বিসর্গসন্ধি।
d) নিপাতনেসিদ্ধ বিসর্গসন্ধি।